তারিখ ২৮/১১/০০
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৪

ভোরের কাগজ

৪২

‘উপাচার্যের জামাত-তোষণ বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে’

চ.বিতে ১৪ বছরের পুরোনো সিনেটে ভিসি প্যানেল তৈরির উদ্যোগ

শাহাবউদ্দিন নীপু, চ.বি. থেকে : ১৪ বছর আগের সিনেটকে পুনরুজ্জীবিত করে উপাচার্য প্যানেল মনোনয়নের লক্ষ্যে আগামী ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন আহ্বানকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে তুমুল আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবিদার বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান জামাত ও বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে সমঝোতা করে ভিসি পদে পুনর্নিয়োগ লাভের লক্ষ্যে মৃত সিনেটকে জীবিত করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন খোদ ‘গোলাপী প্যানেলের’ শিক্ষকরাই।

কার্যত: বাতিল এই সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল তৈরি করা হলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষ শক্তির জন্য আত্মঘাতী হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন গোলাপী প্যানেলের নীতিনির্ধারকরা। গত মঙ্গলবার গোলাপী প্যানেলের এক সভায় বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে পুনরায় ভিসি প্যানেলে তার নাম না রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. অনুপম সেনের নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি বড়ো অংশ ঐ সভায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা এই সিনেটকে মানেন না। সিনেট অধিবেশন হলে গোলাপী প্যানেলের এক বড়ো অংশ সিনেট থেকে একযোগে পদত্যাগেরও হুমকি দিয়েছেন।

১০ বছরের বেশি সময় ধরে অকার্যকর সিনেটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং সিলেট সদস্যরাই। সিনেট সদস্য, সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ‘এই সিনেট আইনগত বৈধ হলেও নৈতিক কোনো অধিকার নেই কোনো কিছু করার।’

এদিকে জামাত-বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের ‘সাদা প্যানেলের’ প্রভাবশালী সদস্য, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. আ. ন. ম. মুনির আহমেদ বলেন, ‘এ সিনেটের বৈধতা প্রশ্নসাপেক্ষ। সিনেটকে দিয়ে কিছু করার চেষ্টা চললে তা আদালত পর্যন্তও গড়াতে পারে’।

‘প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সর্বশেষ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন হয় ১৯৮৬ সালের ২ এপ্রিল এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন হয় ঐ বছরের ২০ জুন। বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট অনুযায়ী ৩ বছর মেয়াদের সিনেটের আর কোনো নির্বাচন হয়নি। ১৯৯১ সালে সিনেটের সর্বশেষ অধিবেশন বসে এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে সিনেট এতোদিন অকার্যকর ছিল। সপ্তাহখানেক আগে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান আগামী ১৭ নভেম্বর সিনেট সভা আহ্বান করেছেন। এতে একমাত্র কর্মসূচি রয়েছে ৩ সদস্যের উপাচার্য প্যানেল মনোনয়ন।

১০১ সদস্যের সিনেটের বর্তমান সদস্য সংখ্যা মাত্র ৬৯ জনের মতো। ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের একজন সদস্য সালমা চৌধুরী মারা গেছেন। ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধির মধ্যে বর্তমানে আছেন ২৪ জন। এদের একজন অসাধারণ ছুটিতে, তিনজন ডেপুটেশনে আছেন। প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষকদের পদগুলো শূন্য। ১৫ জন কলেজ শিক্ষক ও অধ্যক্ষ এবং পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধির পদও শূন্য। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সদস্য পদ নিয়ে চলছে জটিলতা।

সিনেটের ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের সবাই জামাত ও বিএনপি সমর্থিত সাড়া দলের। শিক্ষক প্রতিনিধি ও অন্যান্য মিলে সাদা দলের অবস্থান গোলাপী দল থেকে এগিয়ে। এ অবস্থায় নির্বাচন হলে গোলাপী দলের হার অবশ্যম্ভাবী বলে ঐ দলের নীতিনির্ধারকদের আশঙ্কা। তারা অভিযোগ করেছেন যে, ‘বর্তমান উপাচার্য জামাত-তোষণ নীতিতে এগুচ্ছেন। তার এ ক্ষমতালিপ্সু চাল বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে’। তখন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে একজন মৌলবাদী অধিষ্ঠিত হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার জামাত-শিবিরের দখলদারিত্ব কায়েম হবে বলে তারা শঙ্কিত।